দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 AUG-2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষায় জনবল নিয়োগ বিধি মানা হচ্ছে না

পৌনে দু'কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম মুখথুবড়ে পড়ার উপক্রম

রিয়াজ চৌধুরী : প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জনবল নিয়োগ বিধি মানা হচ্ছে না। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় পৌনে দু'কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম মুখথুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে সরকারী, বেসরকারী, রেজিস্টার্ডসহ ৩৩টি ধরনের আশি হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান মনিটর করা এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। জনবল স্বল্পতার পাশাপাশি অদক্ষ প্রশাসন চাপিয়ে দেয়া এ অবস্থা সৃষ্টির কারণ বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দাতাসংস্থার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া গেলেও এসব শূন্যপদে জনবল নিয়োগের কোন উদ্যোগ নেই। উপরন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উচ্চ পদগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম অনভিজ্ঞ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ দিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ ব্যর্থ হতে চলেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে ৩৬টি

পৃঃ ১৫ কঃ ১

প্রাথমিক শিক্ষায় জনবল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদই শূন্য। সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদ সংখ্যা ৬৪টি। এর মধ্যে শূন্য ১৪টি। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ ৫০৫টি। শূন্য ১৩৬টি। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদ ২ হাজার ৩৬টি। শূন্য ৪৭০টি।

প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সুপারিনটেনডেন্ট পদ ৫৪টি, শূন্য পদ ২২টি। সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদ ৫৪টি, শূন্য পদ ২৫টি। পিটিআই ইন্সট্রাক্টর পদ ৬৪০টি, শূন্য পদ ২১৬টি। পরীক্ষণ বিদ্যালয় ২৫০টি, শূন্য পদ ৫৩টি। সহকারী লাইব্রেরিয়ান ৫৪টি, শূন্য পদ ১৪টি। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে ইন্সট্রাক্টর পদ ৪৮১টি, শূন্য পদ ১১৫টি। সহকারী ইন্সট্রাক্টর ৪৮১, শূন্য পদ ২৫২টি। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ৪৮১টি, শূন্য পদ ১২১টি।

১৯৮৯ সালের জনবল নিয়োগ বিধি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক হবেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতর বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালকদের মধ্যে থেকে কিংবা অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে কেউ। এছাড়া বিসিএস সাধারণ শিক্ষার ক্যাডারের সমমানের কোন সরকারী কর্মকর্তা মহাপরিচালক হতে পারবেন। পরিচালক হতে পারবেন অধ্যাপক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল, স্নাতকোত্তর বা স্নাতক কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং হেড মাওলানা, ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনের পরিচালক। উপ-পরিচালক হবেন সহকারী পরিচালকরা পদোন্নতি পেয়ে অথবা ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনের উপ-পরিচালকদের মধ্যে থেকে কেউ। সহকারী পরিচালক হবেন জেলা শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট মধ্যে থেকে। কিন্তু জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে এসব নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের পদগুলোও দীর্ঘদিন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা দখল করে রাখে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চাপে ২০০০ সালে তারা এক প্রকার বিতাড়িত হয়ে যায়। আর এ বিতাড়নের পর প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা ঝেঁকে বসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে। তারা দাতাদের উপর্যুপরি চাপ সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গড়ে তোলার উদ্যোগ বন্ধ করে রেখেছে। সংশ্লিষ্টদের অভিমত, শূন্যপদে জনবল নিয়োগ এবং অদক্ষ জনবল না সরালে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের কোন উন্নতি হবে না।

জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মূল প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর প্রশাসন ক্যাডারের লোক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদ দখল করে রাখায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনেও পদোন্নতি হচ্ছে না। পদোন্নতি বঞ্চিত কর্মকর্তারা ক্রমান্বয়ে কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছেন। এদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হলেও এর সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। কারণ, অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরেই অন্যত্র বদলি হয়ে যান। এমনও হয়েছে, বিদেশে প্রশিক্ষণ শেষ করে দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকেই অন্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে যোগদান করেছে। প্রশাসন ক্যাডারের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এত লোভনীয় যায়গা কেন? এ বিষয়ে জানা গেছে, প্রেষণে নিযুক্ত হলে অতিরিক্ত আরও শতকরা ২০ ভাগ বেশী বেতন পাওয়া যায়। এর সাথে আছে দেশে ও বিদেশে ঘন ঘন ট্যুরের সুযোগ। এসব ট্যুরে কর্মকর্তাদের বহু অবৈধ টাকা আয় হয়। যদিও এসব ট্যুর সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোন কাজে লাগে না। জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসারদের নখদর্পণে থাকে। কিন্তু তারা কখনোই বিদেশে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দেখার সুযোগ পান না।